কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 10 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ২ ...

জাবিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি

তদন্তে কমিটি হচ্ছে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সনদ জালিয়াতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান না হয়েও মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি হওয়ার অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন করা হচ্ছে। আগামীকাল শনিবার ওই কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য।

সূত্রমতে, ভুয়া সনদের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শাখার ঊর্ধ্বতন সহকারী কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের নাম সরিয়ে ভুয়া সনদের মাধ্যমে গত ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ৪৩তম ব্যাচে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে এক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করান। এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের ৪২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. রিয়াজুল ইসলাম ও আলিফা আহমেদ। বিল্লাল হোসেনের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার সখ্য থাকার সুযোগে প্রতিবছর ভুয়া সার্টিফিকেট বানিয়ে অমুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বানিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি করা হয়। এ ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেন বিল্লাল হোসেন। ২০১৩-১৪ সেশনে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করাতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের দুই শিক্ষার্থী, যাঁদের মাধ্যমে তিন লাখ ৮০ হাজার টাকা চুক্তিতে ভর্তি করিয়ে দেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তকর্তা বিল্লাল হোসেন। এদিকে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ৪২তম ব্যাচে জার্নালিজম ও মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগেও এক শিক্ষার্থীকে ভুয়া সনদের মাধ্যমে ভর্তি করানো হয়। ওই শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকারী রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে ভর্তি হন। চলতি বছর আইন ও বিচার বিভাগে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় এক ছাত্রের ভর্তি নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন নিজের সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা-১) মোহাম্মদ আলী বলেন, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি হওয়া প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বর্ষের শিক্ষার্থীদের কাগজও দেখা হবে।'

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন বলেন, 'আমরা অভিযোগ পেয়েছি।'